বাংলা বানানের নিয়মাবলী

নারায়ণ হালদার

০.০।। বাংলা বানান নির্মাণকালে আমরা বাংলা শব্দের গঠনগত রূপের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিতে আগ্রহী। গঠনের দিক থেকে বাংলা শব্দের দুটি অংশ—মূল ও প্রত্যয়। তাই বাংলায় প্রচলিত মূলশব্দের বানান সর্বত্র অপরিবর্তিত থাকবে। আর প্রত্যয় অংশের বানান সর্বত্র অভিন্ন হবে। অর্থাৎ তৎসম, তদ্ভব বা অন্য শব্দের মতো প্রত্যয়ের বানান বিদেশি শব্দেও অভিন্ন হবে। সংস্কৃত নিয়মানুসারে প্রত্যয়জাত শব্দমূলের বানানের পরিবর্তন ঘটবে। যেমন :
ইংলন্ড, কিন্তু ইংলন্ডীয়, খ্রিস্ট কিন্তু খ্রিস্টীয়, বেসরকারি কিন্তু বেসরকারীকরণ।

মূলশব্দজাত বিভিন্ন শব্দের বানান সর্বত্রই মূলশব্দের অনুসারী হবে। উদাহরণরূপে বলা যায়—'শঙ্কা' থেকে সৃষ্ট 'শঙ্কিত, আশঙ্কা, বিশঙ্কা' হবে; বা 'কাঙ্ক্ষা' থেকে 'আকাঙ্ক্ষা, কাঙ্ক্ষিত'।

১.০।। ঈ-কার :

১.১।। দেশি, বিদেশি, সংস্কৃত, অর্ধসংস্কৃত, তদ্ভব নির্বিশেষে শব্দের শেষে 'অনীয়'বা 'ঈয়' প্রত্যয়ে সর্বদা হবে ঈ (ী)। তবে ণত্ববিধান অনুসারে 'ন' 'ণ' হবে। যেমন :
করণীয়; বরণীয়; গ্রহণীয়; স্মরণীয়; মণ্ডলীয়; ইংলন্ডীয়; ইউরোপীয়; দেশীয়; স্পেনীয়; মঙ্গলীয়; মদীয়; নারকীয়; জলীয়; রাজকীয়; নাটকীয়; স্বকীয়; শাস্ত্রীয়; দর্শনীয়; শোচনীয়; মানবীয়, স্বীয়, পানীয়, শ্রবণীয়।

এই নিয়মে সমগঠনযুক্ত শব্দের বানানে কোনো ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না; তাছাড়া বানানেও সমতা আসবে।

১.২।। 'ঈন'(ণত্ববিধিমত), 'বী'('বিন্') প্রত্যয়ে ঈ-কার হবে। যেমন :
গ্রামীণ; প্রবীণ; সমকালীন; তৎকালীন; কুলীন; সর্বজনীন; নবীন; বিশ্বজনীন; অধীন; স্বাধীন; প্রাচীন; উড্ডীন। কিন্তু 'মলিন, কঠিন, দিন, নলিন, ফলিন, অজিন, পুলিন, গুণিন—এগুলো 'ইন' প্রত্যয়জাত।
মায়াবী; মেধাবী; তপস্বী; তেজস্বী; যশস্বী; ওজস্বী।

১.৩।। দেশি, বিদেশি, সংস্কৃত, অর্ধসংস্কৃত, তদ্ভব নির্বিশেষে শব্দের শেষে 'করণ', 'ভবন', 'ভব', 'কৃত', 'ভূত' যুক্ত হলে সেই শব্দের আগে ঈ-কার (ী) বা উ-কার (ু) বসবে। যেমন :

সমীকরণ; সামান্যীকরণ; দৃঢ়ীকরণ; একাত্মীকরণ; আত্তীকরণ; আত্মীকরণ; লঘূকরণ; নথিভুক্তীকরণ; বেসরকারীকরণ; দ্রবীকরণ; পুনর্নবীকরণ; পৃথকীকরণ; খণ্ডীকৃত; ধারীকৃত; প্রমাণীকৃত; স্তূপীকৃত; রাশীকৃত; দায়ীকৃত; স্থিরীকৃত; দূরীভূত; প্রস্তরীভূত; অশ্মীভূত; শিলীভূত; ঘনীভূত; দ্রবীভূত; পুঞ্জীভূত; সমীভূত; অঙ্গীভূত; লক্ষ্মীকৃত; সমীভবন; বিষমীভবন; বাষ্পীভবন; ঘোষীভবন; অঘোষীভবন; নাসিক্যীভবন; স্বতোনাসিক্যীভবন; বিঘোষীভবন; মূর্ধান্যীভবন; তালব্যীভবন; দ্রবীভবন।

১.৪।। দেশি, বিদেশি, সংস্কৃত, অর্ধসংস্কৃত, তদ্ভব নির্বিশেষে শব্দের শেষে 'ইনী' এবং 'ইকী' উচ্চারিত হলে সর্বত্র প্রথমে ই-কার পরে ঈ-কার হবে। তবে ণত্ববিধান মেনে চলবে। যেমন :

কাহিনী; কামিনী; বাহিনী; নন্দিনী; বন্দিনী; বাঘিনী; বিহারিণী; হরিণী; সঞ্চারিণী; অনুগামিনী; বিলাসিনী; দানবিনী; স্তনদায়িনী; ব্যভিচারিণী; অত্যাচারিণী; মোহিনী; দামিনী; গর্ভধারিণী; সাপিনী; নাগিনী; সোহিনী; বিদেশিনী; দরদিনী; আদরিণী; পূজারিণী; ভিখারিনী; ডাকিনী; যোগিনী; প্রবাহিণী; মণ্ডলিনী; মালিনী; মানিনী; মন্দাকিনী; তপস্বিনী; মায়াবিনী; ওজস্বিনী; মেধাবিনী; অক্ষৌহিণী; অনীকিনী; অনুবর্তিনী; কাদম্বিনী; নিশীথিনী; বিজয়িনী; কিরীটিনী; যামিনী; শতবার্ষিকী; ষাণ্মাষিকী; বার্ষিকী; নাবিকী। কিন্তু 'পাণিনি', 'বাল্মীকি'— এগুলো 'ইনী' বা 'ইকী' প্রত্যয়জাত নয়।

সমস্ত শব্দের বানান ও তার রীতি সর্বদা মনে থাকে না। ফলে অনেক সময় একটি শব্দের সাদৃশ্যে আমরা সমগঠনযুক্ত শব্দের অজানা বানান লিখি। এই নিয়ম গ্রহণ করলে বানানে সমতা যেমন আসবে, তেমনি মনে রাখাও সহজসাধ্য হবে। কারণ সাধারণ মানুষের পক্ষে জানা কষ্টসাধ্য কোনটি সংস্কৃত আর কোনটি দেশি বা বিদেশি।

১.৫।। 'বৃত্তিধারী' বোঝাতে শব্দের শেষে 'ঈ-কার' হবে। যেমন :

ঢাকী; ঢুলী; শিকারী; পূজারী; পরান্নজীবী; পরজীবী।

১.৬।। 'কোনো কর্মসম্পাদনকর্তা' বোঝাতে ঈ-কার হবে। যেমন :
আরোহী, ভিখারী, সন্ধানী, ক্ষিপ্রগামী, ঊর্ধ্বচারী, নিম্নগামী, ঊর্ধ্বগামী, হত্যাকারী, বংশীধারী, ছদ্মবেশধারী, একাহারী; শাকাহারী; সত্যবাদী, সহযোগী, প্রতিযোগী, মনোযোগী, অভিযোগকারী, বিরহী, মনোহারী, বিহারী, অনাহারী, ব্যভিচারী, গর্ভধারী, দানী।

১.৭।। 'কোনো মতাবলম্বী বা সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি' বোঝাতে ঈ-কার হবে। যেমন :
দাদূপন্থী, সুফী, গোষ্ঠী, প্রকৃতিবাদী, মার্কসবাদী, প্রকাশবাদী, মানবতাবাদী, দেহবাদী, অস্তিবাদী, নরমপন্থী, চরমপন্থী।

১.৮।। 'আছে যার' বা 'অভিজ্ঞতাসম্পন্ন' অর্থে ঈ-কার। যেমন :
ওজস্বী; দাগী; পাপী; মানী; জ্ঞানী; ধনী; গুণী; সুখী; কেশরী; পদ্মমুখী; দেহী; নামী; অস্ত্রধারী; ছত্রধারী; বন্দুকধারী; তত্ত্বদর্শী; বলশালী; ফলশালী; ধনশালী; বিত্তশালী।

১.৯।। 'দেশবাসী বা জাতি' অর্থে শব্দের শেষে ঈ-কার হবে। যেমন :
বৈদেহী; পাঞ্জাবী; মারাঠী; দ্রৌপদী; বাঙালী, নেপালী, বিহারী, কাশ্মীরী, গুজরাটী, তিব্বতী, সিংহলী, জাপানী। কিন্তু ঐ দেশের উৎপন্ন দ্রব্য বোঝাতে ই-কার হবে। কাশ্মীরি (শাল), পাঞ্জাবি (বস্ত্র), সিংহলি (কার্পাস), বাঙালি (ধুতি), বেনারসি (শাড়ি)।

(১.৫—১.৯) সূত্রে আমরা ঈ-কারের পক্ষে। কারণ ব্যক্তি বোঝাতে আমরা সাধারণত শব্দের শেষে ঈ-কার ব্যবহার করতে অভ্যস্ত। এই নিয়ম আমাদের অভ্যাসের সহায়ক হবে।

১.১০।। 'নিঃ' উপসর্গের পরে 'র' থাকলে 'নিঃ' হয়ে যায় 'নী'। যেমন :
নীরব, নীরবতা, নীরোগ, নীরধর, নীরন্ধ্র, নীরধি, নীরস, নীরসতা, নীরক্ত।

বাঙালীর সাধারণ প্রবণতা হলে 'নিঃ' উপসর্গে ই-কার ব্যবহার করা। এই নিয়মের মাধ্যমে 'নিঃ'-র ব্যতিক্রমীরূপকে চিহ্নিত করা হল। নীর, নীরদ, নীরনিধি, নীরমান, নীরজ, নীরজা

১.১১।। 'বিশেষকালসম্পর্কিত বা ঋতুতে জাত' শব্দে, স্ত্রীলিঙ্গ বোঝাক বা না বোঝাক শব্দের শেষে ঈ-কার (ী) হবে। যেমন :
প্রভাতী, রজনী, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী, একাদশী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দশী, ষোড়শী, বৈশাখী, বাসন্তী, মাঘী, ফাল্গুনী, চৈতালী, হৈমন্তী, শ্রাবণী, মৌসুমী, শতাব্দী, ভাবী, আগামী।

১.১২।। 'গুণবাচক বিশেষণ' বা 'পুরুষবাচক নামপদের' স্ত্রীলিঙ্গে (নারী অর্থবোধক হলে) অন্ত্যে ঈ (ী) কার হবে। যেমন :
সুন্দরী, রূপসী, মানসী, তাপসী, ঊষসী, শ্যামলী, মাধবী, পার্বতী, অভিমানী, নাগরী, দেবী, গৌরী, দূতী, নেত্রী, শিক্ষয়িত্রী, বিধাত্রী, দাত্রী, অভিনেত্রী, ধনবতী, রূপবতী, আয়ুষ্মতী, সতী, মহতী, গুণবতী, পুত্রবতী, ভগবতী, শ্রীমতী, বুদ্ধিমতী, স্বাস্থ্যবতী, খেচরী, পাপীয়সী, প্রেয়সী, মহীয়সী, কুমারী, কিশোরী, কান্তিময়ী, জ্ঞানময়ী, মৃন্ময়ী, চিন্ময়ী।

কিন্তু 'অঞ্জলি, আরতি' এগুলো নারী অর্থনির্দেশক নয়। (১.১১-১.১২) সূত্রে ঈ-কার ব্যবহারের সার্থকতা হল স্ত্রীলিঙ্গে ঈ-কারের স্বাভাবিক প্রবণতার মধ্যে পার্থক্যগুলোকে উল্লেখ করা।

১.১৩।। আমরা 'আবলী' প্রত্যয়ে 'ঈ-কার' দেওয়ার পক্ষে। কারণ দীর্ঘদিন ধরে এই রীতিটি বাঙালীর লিখনে প্রচলিত। যেমন :
চন্দ্রাবলী, গ্রন্থাবলী, ঘটনাবলী, নিয়মাবলী, রচনাবলী, পদাবলী, নামাবলী, দীপাবলী।

১.১৪।। স্ত্রীলিঙ্গ নির্দেশক 'আনী' ও 'নী' প্রত্যয়জাত শব্দের শেষে ঈ-কার হবে। এক্ষেত্রে ণত্ববিধি প্রযোজ্য। যেমন :
ভবানী, ইন্দ্রাণী, শিবানী, হিমানী, ব্রাহ্মণী, শর্বাণী, বরুণানী, বারুণী, বেদেনী, কলুনী, গয়লানী, জেলেনী, ডাক্তারনী, মাস্টারনী, মেছোনী, মেথরানী, মজুরনী, কামারনী।

১.১৫।। 'জাতিবাচক' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ঈ-কার হবে। যেমন :
বাঙালী, গোপী, সিংহী, পিশাচী, হংসী, কপোতী, মৃগী, চণ্ডালী, রাক্ষসী, মানুষী।

১.১৬।। 'অঙ্গবাচক' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ঈ-কার হয়। যেমন :
চন্দ্রমুখী, সুকেশী, সুকণ্ঠী, হেমাঙ্গী, সুনয়নী, মন্দোদরী, ভুজঙ্গী, কৃশাঙ্গী, শ্বেতাঙ্গী।

১.১৭।। দেবীনির্দেশক শব্দে মূলত ঈ-কার হবে। যেমন :
কালী, গৌরী, জগদ্ধাত্রী, চণ্ডী, ধূমাবতী, বাসন্তী, ভগবতী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, মাতঙ্গী, লক্ষ্মী, ষষ্ঠী, ষোড়শী, সরস্বতী।

১.১৮।। শ্রেষ্ঠার্থে শব্দের শেষে 'ঈশ' প্রত্যয় থাকলে ঈ-কার হবে। যেমন :
জগদীশ, গিরীশ, শচীশ, অতীশ, সতীশ, যতীশ।

১.১৯।। 'সম্প্রকর্ষ' বা 'দ্ব্যক্ষরতা' বা 'মধ্যস্বরলোপের' ফলে সৃষ্ট শব্দের শেষে ঈ-কার হবে। অর্থাৎ মূলশব্দের মাঝের স্বরধ্বনি বাদ গিয়ে দুটি ব্যঞ্জনধ্বনি যুক্ত হলে শেষের 'ঈ'-কার বর্তমান থাকে। যেমন :

নাতিনী>নাত্নী, ভাগিনী>ভাগ্নী, ভগিনী>ভগ্নী, পৃথিবী>পৃথ্বী, পতিনী> পত্নী, পেতিনী>পেত্নী, গৃহিণী>গিন্নী।

২.০।। **ই-কার** :

২.১।। দেশি, বিদেশি, সংস্কৃত, অর্ধসংস্কৃত, তদ্ভব নির্বিশেষে শব্দের শেষে *'ত্ব'*, *'তা'*, *'গণ'*, *'ভূষণ'*, *'শেখর'*, *'বৃন্দ'*, *'কান্ত'*, *'মুখী'*, *'দাস'* যোগ হলে পূর্ববর্তী শব্দের শেষের ঈ-কার (ী) ই-কার (ি) হয়ে যায়। যেমন :

মন্ত্রী>মন্ত্রিত্ব, মন্ত্রিগণ; গুণী>গুণিগণ; কর্মী>কর্মিগণ; রথী>রথিগণ, রথিবৃন্দ; কালী>কালিদাস কিন্তু কালীপদ, কালীচরণ, কালীকিঙ্কর, কালীপ্রসাদ, কালীপ্রসন্ন, কালীসাধন, কালীধন; চণ্ডী>চণ্ডিদাস, কিন্তু চণ্ডীচরণ, চণ্ডীপ্রসাদ, চণ্ডীপদ; প্রতিযোগী> প্রতিযোগিতা, প্রতিযোগিত্ব, প্রতিযোগিগণ; সহযোগী> সহযোগিতা, সহযোগিত্ব। **শশী>শশিভূষণ, শশিশেখর, শশিকান্ত, শশিমুখী**; কাশী>কাশিকান্ত; প্রাণী>প্রাণিগণ, প্রণিত্ব; কর্মচারী>কর্মচারিবৃন্দ; সুধী>সুধিবৃন্দ; প্রতিদ্বন্দ্বী>প্রতিদ্বন্দ্বিতা; পক্ষপাতী>পক্ষপাতিত্ব; দেবী>দেবিদাস, দেবিগণ, দেবিত্ব, কিন্তু *দেবীপদ, দেবীপ্রসাদ, দেবীপ্রসন্ন; উপযোগী>উপযোগিতা;* উপকারী>উপকারিতা।

২.২।। মূলশব্দের থেকে নতুন বিশেষ্য (নামপদ) সৃষ্টি হলে বা 'কোনো বস্তু থেকে তৈরি' বোঝাতে শব্দের শেষে 'ই-কার' হবে। যেমন :

বল্মীক>বাল্মীকি, রাবণ>রাবণি, সুমিত্রা>সৌমিত্রি, সরথ>সারথি, দশরথ>দাশরথি, অর্জুন>আর্জুনি, কৃষ্ণ>কার্ষ্ণি, সুতো>সুতি, পশম>পশমি, রেশম>রেশমি, কাগজ>কাগজি, বিলাত>বিলাতি, ফরিয়াদ>ফরিয়াদি, কাবুল>কাবুলি, বর্মা>বর্মি, তিব্বত>তিব্বতি, পঞ্চায়েত>পঞ্চায়েতি।

২.৩।। 'বৃত্তি', 'বৃত্তিতে দক্ষ' বা 'কোনো কিছুর অধিকারের ভাব' বোঝাতে শব্দের শেষে ই-কার হবে। যেমন :

ভাষাবিদ, ব্যাকরণবিদ, নাট্যবিদ, গলাবাজি, ফাঁকিবাজি, বাবুগিরি, দাদাগিরি, নেতাগিরি; মাস্টারি; বেমানি, ডাক্তারি; মোড়লি; পণ্ডিতি;

দুতালি; খেলোয়াড়ি; গোলামি; সেতারি; হিসাবি; পুলিশি; দালালি; জালিয়াতি, নবাবি, আমিরি, বাদশাহি, মুন্সেফি।

২.৪।। আমরা বিদেশি শব্দে ই-কারের পক্ষে, তবে পূর্বে যেখানে ঈ-কারের কথা বলা হয়েছে সেগুলো বাদ দিয়ে। যেমন :
হারামি, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, চেতাবনি, চালানি, চাপরাসি, খ্রিস্ট, খ্রিস্টাব্দ, কেরামতি, বাহাদুরি, সরকারি, দরকারি, চাকরি, বাকি, দামি।

২.৫।। 'রঙনির্দেশক' শব্দের শেষে ই-কার (ি) হবে। যেমন :
বাদামি; বেগুনি, আসমানি, জাফরানি, গোলাপি, খয়েরি, আকাশি।

২.৬।। 'যে দেশে জাত' (ব্যক্তিবাচক নয়) তার শেষে ই-কার (ি) হয়। যেমন :
মণিপুরি, কাশ্মীরি; বেনারসি, বিলিতি, শান্তিপুরি, কানাড়ি, বৃন্দাবনি, ওড়িষি, পাঞ্জাবি, তিব্বতি, বর্মি, জাপানি।

২.৭।। 'ইক' এবং 'ইকা' প্রত্যয়ে সর্বদা ই-কার হবে। আর মূল শব্দের প্রথমের স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটবে (আ, ঐ, ঔ হয়)। যেমন :
ভৌগোলিক, পারলৌকিক, সাংসারিক, ঐচ্ছিক, বৈতনিক, মৌলিক, যান্ত্রিক, যৌগিক, নৈতিক, দৈনিক, দৈবিক, চৈনিক, ঐশ্বরিক, বৈদেশিক, মৌখিক, সাম্মানিক, ব্যাবহারিক, ব্যাবসায়িক, মাঙ্গলিক, লৌকিক, দৈহিক, কেন্দ্রিক, প্রান্তিক, যান্ত্রিক, ভৌতিক, পাশবিক, মানবিক, সমসাময়িক, আধ্যাত্মিক, সাংবাদিক। কিন্তু *অলীক, সমীক, প্রতীক, পুণ্ডরীক, অনীক,* ('ঈক'-জাত)। কমলিকা, লেখিকা, পাঠিকা, নায়িকা, গায়িকা।

২.৮।। 'আনি', 'আমি', 'আরি', 'আলি'প্রত্যয়ে গঠিত শব্দে ই-কার হবে। তবে 'পেশার অধিকারী' বাদে। যেমন :
বাবুয়ানি, নাকানি, চোবানি, আমানি, পাতকুড়ানি, লাগানি, রসানি, নাসানি, তলানি, ভাঙানি, আমদানি, রপ্তানি, পাকামি, ন্যাকামি, বোকামি, নষ্টামি, ফাজলামি, হ্যাংলামি, মাঝারি, কাটারি, জমিদারি, ঘটকালি, চতুরালি, দেশওয়ালি, দেওয়ালি, দীপালি, পত্রালি, মিতালি, মেয়েলি, বর্ণালি, নাগরালি, ঠাকুরালি।

২.৯।। বিদেশি 'দানি', গিরি', 'আনি', 'চি', 'বাজি', 'দারি' প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দের বানানে ই-কার হবে। যেমন :

কলমদানি, নিমকদানি, ফুলদানি, পিকদানি, দাদাগিরি, পণ্ডিতগিরি, বাবুগিরি, বাবুয়ানি, মশালচি, বাবুর্চি, খাজাঞ্চি, তবলচি, ঘামাচি, ডেকচি, ব্যাঙাচি, ধুনুচি, কলমচি, ধোঁকাবাজি, ফাঁকিবাজি, মামলাবাজি, বোমাবাজি, জমিদারি, আসমানদারি, অংশীদারি, দখলদারি, টহলদারি।

@ 'বন্দী' প্রত্যয়ে আমরা বহুপ্রচলনের জন্য সর্বত্রই 'ঈ-কার' স্বীকার করছি। যেমন : নজরবন্দী, বাঘবন্দী, গৃহবন্দী, জেলবন্দী।

২.১০।। 'ইত'(ইতচ্) এবং 'তি'(ক্তি) প্রত্যয়জাত শব্দের শেষে হবে 'ই-কার'। যেমন : পুষ্পিত, তরঙ্গিত, মুকুলিত, অঙ্কুরিত, শিক্ষিত, লজ্জিত, নিদ্রিত, দুঃখিত, ফলিত, কথিত, আকৃতি, অনুসৃতি, বিলুপ্তি, নিষ্কৃতি। কিন্তু আনীত, উপবীত, বিনীত, বিপরীত, মনোনীত—এগুলো 'ঈত' প্রত্যয়জাত।

২.১১।। 'ইমা' প্রত্যয়জাত শব্দে ই-কার হবে। যেমন :
দ্রাঘিমা, জড়িমা, মহিমা, গরিমা, নীলিমা, লালিমা, রক্তিমা, অরুণিমা।

২.১২।। 'অরি' প্রত্যয়জাত শব্দে ই-কার হয়। যেমন :
মুরারি, শাঁখারি, মশারি, ত্রিপুরারি।

২.১৩।। 'ইম'(ডিমচ্) প্রত্যয়জাত শব্দে ই-কার হয়। যেমন :
অগ্রিম, অন্তিম, পশ্চিম।

২.১৪।। 'ইল' (ইলচ্) প্রত্যয়জাত শব্দে ই-কার হয়। যেমন :
পঙ্কিল, ফেনিল, জটিল, পিচ্ছিল।

২.১৫।। সম্বোধনে সংস্কৃতরীতিতে শব্দের শেষের ঈ-কার (ী) ই-কার (ি) হয়। আমরা এই রীতির সপক্ষে। যেমন :
দেবী>দেবি, সখী>সখি, ভারতী>ভারতি, সাথী>সাথি, রথী>রথি, প্রাণী>প্রাণি।

২.১৬।। বাংলায় ব্যবহৃত 'তদ্ভব সম্পর্কবাচক' শব্দে ই-কার হবে। যেমন :
কাকি, দিদি, পিসি, মাসি, মামি, বোনঝি, ভাইঝি, ঠাকুরঝি, বিবি।

২.১৭।। সাম্মানিক 'জি' প্রত্যয়ে ই-কার হবে। যেমন :
নেতাজি, গান্ধীজি, নেহেরুজি, সর্দারজি, স্বামীজি, বাবাজি, রামদেবজি।

২.১৮।। 'ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাসের' শেষে ই-কার হবে। অর্থাৎ একই শব্দমূল দিয়ে শব্দদ্বিত্ব হলে শেষের ই-কার হবে। যেমন :

লাঠালাঠি, চুলোচুলি, হাতাহাতি, দাপাদাপি, দলাদালি, রাগারাগি, কোলাকুলি, রেষারেষি, বলাবলি, মারামারি।

২.১৯।। ইয়া (ইআ) প্রত্যয়জাত শব্দের শেষে ই-কার হবে। যেমন : জালিয়া, কোঁদালিয়া, গোবরিয়া, জঙ্গলিয়া, দীঘলিয়া, আগলিয়া, পাছলিয়া, বাসাড়িয়া, জোগাড়িয়া, মজাড়িয়া, হাতাড়িয়া, শুটকিয়া, পুঁটকিয়া, ছোটকিয়া, রোগাটিয়া, বোকাটিয়া, তামাটিয়া, ঘোলাটিয়া, ভাড়াটিয়া, মাজদিয়া।

২.২০।। ক্রিয়াপদে সর্বদা ই-কার হবে। যেমন: করি, নিড়ানো, শিখিয়েছি, বলেছি, বিকিয়েছে।

২.২১।। ভাষা বোঝাতে শব্দের শেষে ই-কার ব্যবহার করা হবে। যেমন : ইংরেজি, হিন্দি, সাঁওতালি, নেপালি, পাঞ্জাবি, গুজরাটি, ইতালি, জার্মানি, আরবি, ফারসি, মৈথিলি, ভোজপুরি, বাঁকড়ি, রাঢ়ি, বঙ্গালি, বরেন্দ্রি, কামরূপি।

২.২২।। বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে আমরা শব্দের শেষের প্রচলিত ঈ-কারকে বাদ দিয়ে ই-কারের পক্ষে মত প্রকাশ করছি। যেমন : বাড়ি, বড়ি, বেশি, দেশি, বিদেশি, নিচ, নিতু, ভিতু, তৈরি, হাঁড়ি, পাখি, গাড়ি।

৩.০।। উ/ঊ :

৩.১।। ঊ-কারযুক্ত শব্দের তদ্ভবরূপ বা স্বরসঙ্গতিগত রূপে উ-কার হবে। যেমন : ধূলা>ধুলো, কূলা>কুলো, মূলা>মুলো, পূজা>পুজো, সূতা>সুতো,

৩.২।। 'উয়া', 'উক' প্রত্যয়জাত শব্দে উ-কার হবে। যেমন : জুতুয়া, পটুয়া, পেটুক, মুল্লুক।

৩.৩।। ক্রিয়াপদে সর্বদা উ-কার হবে। যেমন : ভুলুক, শুনুন, লুকিয়ে, খুঁজেছি, জুড়িয়ে।

৩.৪।। সর্বদা বিদেশি শব্দে উ-কার হবে। যেমন : রুজু, রুটি, তুরপুন, তুফান, সুনামি, বুকুনি।

৩.৫।। 'দুঃ' উপসর্গের যুক্ত শব্দে সাধারণত উ-কার হয়। যেমন: দুর্গা, দুর্গ, দুর্যোগ, দুর্বার, দুশ্চরিত্র, দুর্জন।

মনে রাখা দরকার দুঃ উপসর্গ হয়: দুর্ ; দুস্/শ্/ষ্; দুঃ

৪.০।। **য-ফলা :**

৪.১।। 'বি', 'অতি', 'অভি', 'অধি', 'প্রতি', পরে 'অ'-র সন্ধি হলে য-ফলা হয়। যেমন: অব্যবহিত, অব্যয়, অত্যধিক, অভ্যস্ত, অব্যর্থ, ব্যর্থ, ব্যবহার, ব্যবসা, ব্যভিচার, ব্যয়।

'বি', 'অতি', 'অধি', 'প্রতি' 'পরি' উপসর্গের পরে 'আ' সন্ধিবদ্ধ হলে '্যা' হয়। অব্যাকুল, অব্যাহত, প্রত্যাঘাত, প্রত্যাদেশ, অধ্যাত্ম, অধ্যায়, প্রত্যাখ্যান।

৪.২।। মূলশব্দের অন্ত্যে 'য-ফলা' যুক্ত হয়ে (য-ফলা 'র্' পরে য-রূপে বসে) বিশেষ্য বা বিশেষণ গঠিত হলে প্রথমের স্বরধ্বনি 'অ>আ; ই/ঈ>ঐ; এ>ঐ; ও>ঔ; উ/ঊ>ঔ'-তে পরিণত হয়। যেমন :
সম>সাম্য; উচিত>ঔচিত্য; উজ্জ্বল>ঔজ্জ্বল্য; বিষম>বৈষম্য; বিশিষ্ট>বৈশিষ্ট্য; বিচিত্র>বৈচিত্র্য; এক>ঐক্য; সুষম>সৌষম্য; স্বতন্ত্র>স্বাতন্ত্র্য; অভিজাত>আভিজাত্য; পশ্চাৎ>পাশ্চাত্য; মর্ত>মর্ত্য; ত্রিলোক> ত্রৈলোক্য; পুরোহিত>পৌরোহিত্য; দীন>দৈন্য; ন্যায়>ন্যায্য; গণপতি>গাণপত্য; দূত> দৌত্য; দেব>দৈব্য; দরিদ্র>দারিদ্র্য; অদিতি>আদিত্য; সুন্দর>সৌন্দর্য, মধুর>মাধুর্য; উদার>ঔদার্য; বিচার>বিচার্য; ব্যবহার> ব্যাবহার্য; আহার>আহার্য; চোর>চৌর্য।

৫.০।। **ৎ :**

৫.১।। 'মতুপ্' (কখনো কখনো); 'বৎ'/'বতি'; 'সাৎ'/'সাতিচ্'; 'ক্বিপ'; 'অৎ'; 'স্যৎ' প্রত্যয়জাত শব্দের শেষে 'ৎ' হবে। যেমন :
শ্রীমৎ, স্বপ্নবৎ, মাতৃবৎ, পিতৃবৎ, মনুষ্যবৎ, ঘোষবৎ, আত্মসাৎ, ধূলিসাৎ, অগ্নিসাৎ, ভস্মসাৎ, প্রসেঞ্জিৎ, ইন্দ্রজিৎ, রণজিৎ (কিন্তু 'রঞ্জিৎ', 'প্রদ্যোৎ', 'অচ্যুৎ' নয়, 'রঞ্জিত', 'প্রদ্যোত', 'অচ্যুত'), সঞ্জিৎ, সত্যজিৎ, অভিজিৎ, জগৎ, চলৎ, সৎ, ভবিষ্যৎ, পরিষৎ।

৫.২।। শব্দের মাঝখানে 'উৎ' 'তৎ' উপসর্গজাত 'ৎ' 'হ' এবং ত-বর্গের বর্ণের আগে বসবে না (ঘোষ-অঘোষ মহাপ্রাণবর্ণানুসারে 'ত্'>'দ্' হবে) উত্তাপ<উৎ তাপ, উদ্ধার<উৎ হার; তদ্ধিত<তৎ হিত), বাকি সমস্ত বর্ণের আগে মূলসংস্কৃত বানানে সন্ধিবদ্ধ না হলে 'ৎ' বসবে। যেমন:
উৎকল, উৎপন্ন, শরৎচন্দ্র।

৬.০ ।। **শ ষ শ :**

৬.১ ।। 'অ' এবং 'আ'-র পরে সর্বদা 'স' হয়; আর বাকি স্বরধ্বনির পরে 'ই ঈ উ ঊ এ ঐ ও ঔ ঋ' 'ষ' হয়। যেমন :

তিরস্কার; পুরস্কার; নমস্কার; নস্কর; তস্কর; ভাস্কর; বনস্পতি; ভাস্বতী; আস্পর্ধা; শ্রদ্ধাস্পদ; বাচস্পতি; বৃহস্পতি; কল্যাণীয়াসু; আবিষ্কার; পরিষ্কার; বহিষ্কার; দুষ্কর; দুষ্কর্ম; মস্তিষ্ক; পুষ্কর; নিষ্কম্প; নিষ্কৃতি; প্রীতিভাজনেষু; শ্রীচরণেষু; বন্ধুবরেষু; নিষ্কর; প্রতিযগী; অনুষঙ্গ; পরিষেবা; বিষম; ভবিষ্যৎ; চতুষ্পার্শ্ব; ভ্রাতুষ্পুত্র; দুষ্পাচ্য; নিষ্পত্তি; চতুষ্পাঠী; নিষ্প্রভ; পুষ্ট; বৈশিষ্ট্য; সুষ্ঠু; নিষ্ঠুর; সুষম; নিষ্ক্রিয়; জিজীবিষা; বিবমিষা; জিগীষা; উপচিকীর্ষা।

কিন্তু নিস্পন্দ; নিস্পৃহ; নিশ্বাস—এগুলো প্রচলিত। তাছাড়া এগুলোর মাঝে একটি ('ঃ') বিসর্গ ছিল।

৬.২ ।। 'অধঃ', 'অন্তঃ', 'দুঃ', 'নিঃ', 'মনঃ', 'শিরঃ' শব্দের বিসর্গ (ঃ) ক-বর্গে 'স', চ-বর্গে 'শ', ট-বর্গে 'ষ', 'ত' ও 'প'-বর্গে 'স' হয়। কিন্তু 'অ' এবং 'আ' পরে সর্বদা 'স' হয়; আর বাকি স্বরধ্বনির পরে—'ই ঈ উ ঊ এ ঐ ও ঔ ঋ' 'ষ' হয়—নিয়ম মেনে হবে। যেমন :

নিশ্চল, নিশ্ছিদ্র, মনশ্চক্ষু, মনশ্চাঞ্চল্য, মনস্তাপ, মনস্তত্ত্ব, মনস্বী, নিষ্কর, নিষ্ঠাবান, নিষ্ঠুর, নিষ্ফল, নিস্তেল, অধস্তন, অন্তস্তল।

৬.৩ ।। 'সন্' ধাতুর আগে 'ক' থাকলে হয় 'ষ' আর অন্য বর্ণ থাকলে 'স'। লিপ্সা, অভিপ্সা, বীপ্সা, হিংসা, অনুসন্ধিৎসা, জুগুপ্সা, মুমুক্ষু, তিতিক্ষা, বুভুক্ষু। ষত্ববিধান অনুসারে এই পরিবর্তন ঘটে।

৬.৪ ।। বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে ট-বর্গে কখনো 'ষ' হবে না, স হবে। যেমন : খ্রিস্ট, মাস্টার, মাস্টারি, সিস্টার, স্টার, স্টেশন, স্টোন।

আর বিদেশি বানানে s, ss, c>স; sh, sion, tion>'শ'। যেমন :

বাস, ক্লাস, স্টেশান, মিশন, কমিশন, শু, শুট।

দেশি ও নিজস্ব শব্দে ট-বর্গে ণত্ববিধান অনুযায়ী 'ষ' হবে। যেমন :

ষষ্ঠ, কাষ্ঠ, বিষ্টু, কেষ্ট, অষ্ট, ওষ্ঠ।

চ-বর্গে 'শ' হবে (সন্ধিবদ্ধ হলে 'চ' হবে) পশ্চিম, পুনশ্চ, নিশ্চয়, ত-বর্গে 'স' হবে—

আস্ত, ব্যস্ত, অবস্থা, বস্তি।

৭.০।। ণ/ন :

৭.১।। আমরা সংস্কৃত শব্দে ণত্ববিধানকে সর্বত্র স্বীকার করছি। অর্থাৎ একই পদে বা শব্দে ঋ, র, ষ পরে 'ন' 'ণ' হয়। যেমন :

বর্ণ; প্রাণ; ত্রাণ; নিমন্ত্রণ; যন্ত্রণা; ঋণ; বিষ্ণু; কৃষ্ণ; নিষ্কাষণ; কারণ; ঋণ; নির্ণয়; কৃষ্ণ; বিষ্ণু; কৃষাণ; কর্ষণ; বর্ষণ; অরণ্য; অরণি; তীক্ষ্ণ; করণ; বর্ণনা; অগ্রণী; পর্ণ; আকীর্ণ; উপকরণ; আত্মীকরণ; নবীকরণ; এষণা; হরণ; অরণ্য; অপভাষণ; প্রাণ; বিকিরণ; বর্ষণ; ইত্যাদি।

কিন্তু সমাসবদ্ধ হলে 'ন' 'ণ' হবে না। যেমন :

দুর্নাম, ত্রিনয়ন, শরবন, ইক্ষুবন, হরিনাম, বৃষযান, ত্রিনেত্র, গিরিনন্দিনী, চারুনেত্রী।

৭.২।। একই পদে বা শব্দে ঋ, র, ষ পরে স্বরবর্ণ, ক-বর্গ, প-বর্গ, য-ব-হ বর্ণ বা অনুস্বার থাকলেও 'ন' হয় 'ণ'। যেমন :

গ্রামীণ; গ্রহণীয়; ধরণী; প্রাণ; রাবণ; দ্রবণ; প্রয়াণ; নির্বাণ; অর্পণ; পাষাণ; শ্রবণ; লক্ষ্মণ; বীণা; হরিণ; তর্পণ; প্রমাণ; ভ্রমণ; পরিবহণ।

৭.৩।। তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে ণত্ববিধানের নিয়মে 'অয়ন', 'অন', 'অনীয়' প্রত্যেয়ে এবং 'অহ্ন' শব্দে 'ন' 'ণ' হবে। যেমন :

পরায়ণ; নারায়ণ; রামায়ণ; উত্তরায়ণ; চন্দ্রায়ণ; অগ্রহায়ণ; দাক্ষায়ণ। কিন্তু কাত্যায়ন; মূল্যায়ন; দক্ষিণায়ন; বিশ্বায়ন; ভূমায়ন; মানবায়ন; দেবায়ন; আলোকায়ন; শিল্পায়ন; বাৎস্যায়ন; দ্বৈপায়ন; নৃত্যায়ন; মঞ্চায়ন; দৃশ্যায়ন। ধারণা; মরণ; করণ; আহরণ। গ্রহণীয়; স্পৃহণীয়; কিন্তু পূজনীয়; সহনীয়; পানীয়। সায়াহ্ন, মধ্যাহ্ন, কিন্তু অপরাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ, পরাহ্ণ, প্রাহ্ণ।

৭.৪।। মূলশব্দের তদ্ভব বা স্বরভক্তির মাধ্যমে পরিবর্তন ঘটলে মূলশব্দের 'ণ' হবে 'ন'। যেমন :

কর্ণ কিন্তু কান; বর্ণ কিন্তু বরন; স্বর্ণ কিন্তু সোনা; ব্রাহ্মণ কিন্তু বামন; লবণ কিন্তু নুন; প্রাণ কিন্তু পরান; চূর্ণ কিন্তু চুন/চুনো, পর্ণ কিন্তু পান; পুরাণ কিন্তু পুরনো; ঝর্ণা কিন্তু ঝরনা; দীপশলাকা কিন্তু দিয়াশলাই; চূল কিন্তু চুল; দ্যূত কিন্তু জুয়া; তর্দূ কিন্তু তাড়ু।

৭.৫ ।। স্বাভাবতই এই শব্দগুলোতে 'ণ' হয় :
অঙ্গণ, আপণ, অণু, কঙ্কণ, কণা, কল্যাণ, কিঙ্কিণী, কোণ, গণ, গণিকা, গণিত, গণ্য, গুণ, গুণী, ঘৃণ, চিক্কণ, চাণক্য, কঙ্কণ, তৃণ, দ্রোণ, নিপুণ, পাণি, পুণ্য, পণ্য, পণ, ফণা, ফণী, বণিক, বাণিজ্য, বাণী, বিপণি, বীণা, বেণী, বেণু, ভণিতা, ভাণ, মণি, মাণিক, মাণিক্য, লবণ, লাবণ্য, শণ, শাণ, শোণিত, শোণ, স্থাণু।

৭.৬ ।। বিদেশি শব্দ ভিন্ন সর্বত্র ট-বর্গের বর্ণে ণ হবে যেমন :
মণ্ডল, পণ্ড, ষণ্ড, মণ্ড, ঘণ্টা, কণ্টক, বিষণ্ণ, কণ্ঠ, ঢেণ্ঢন, অণ্ড, কাণ্ড, দণ্ড, খণ্ড, হণ্ড, ভাণ্ড, লণ্ড।

৭.৭ ।। কিন্তু বিদেশি শব্দে ট-বর্গসহ সর্বত্র 'ন' হবে। যেমন :
লন্ঠন, ফান্টা, লন্ডন, এন্ড, ক্যান্টিন, ব্যান্ড, প্যান্ট, হ্যান্ডেল, প্যান্ডেল, ব্যান্ডেল, ব্যান্ডেজ, জার্মানি, ইরান, কোরান, কেরনিস, কেরানি, ট্রেন।

৭.৮ ।। ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে সর্বদা ন হবে। যেমন :
করুন, ধরুন, করেন, মরেন, ধরেন, চলন, বলন, নড়িয়ে, নামানো।

৮.০ ।। ঙ ং :

বাংলা ভাষায় কোথায় ং আর কোথায় 'ঙ' হবে তা নিয়ে নানাবিতর্ক। আমরা বর্ণের চরিত্রানুসারে 'ঙ' ও 'ং' ব্যবহারের সূত্রকে এইভাবে দেখাতে পারি :

৮.১ ।। ক-বর্গে সর্বদা যুক্ত হবে 'ঙ'। যেমন :
অঙ্ক, অঙ্কন, সঙ্কলন, সঙ্কট, সঙ্কল্প, পঙক্তি, আকাঙ্ক্ষা, কঙ্কণ, শঙ্কা, শঙ্কিত, আশঙ্কা, ইঙ্গিত, সঙ্গ, সঙ্গত, সঙ্গে, সঙ্গীত।

কিন্তু বহুপ্রচলন ও লিপিরূপের কারণে 'খ' ও 'ঘ' এবং 'ক্ত' ও 'ক্ষ' এই দুটি যুক্তব্যঞ্জন ভিন্ন অন্য যুক্তব্যঞ্জনের সামনের বর্ণে ং হবে। যেমন:

সংখ্যা, সাংঘাতিক, সংঘাত, সংঘ, সংঘর্ষ, সংক্রান্তি, সংক্রম।

আবার বহুপ্রচলনের কারণেই 'শঙ্খ', 'লঙ্ঘন' শব্দে 'ঙ' হবে।

৮.২ ।। চ-বর্গে সর্বত্র 'ঞ' যুক্ত অবস্থায় বসবে। যেমন :
বঞ্চনা, চঞ্চল, কাঞ্চন, কিঞ্চিৎ, লাঞ্ছনা, বাঞ্ছা, বাঞ্ছিত, অঞ্জন, অঞ্জলি, গঞ্জনা, গুঞ্জন, সঞ্জিৎ, প্রসেঞ্জিৎ, ঝঞ্ঝা, ঝঞ্ঝাট।

৮.৩।। ট-বর্গের বর্ণে সর্বদা 'ণ' যুক্তরূপে ব্যবহৃত হবে। যেমন :

ঘণ্টা, কণ্টক, কণ্ঠ, খণ্ড, মণ্ডল, মানদণ্ড, ঢেণ্টন, বিষণ্ণ।

তবে বিদেশি শব্দে ট-বর্গের বর্ণ হলেও 'ণ' না দিয়ে 'ন' দেওয়া বিধেয়। যেমন: লন্ডন, লন্ঠন, গ্রান্ড, ব্যান্ড, ইংল্যান্ড, হল্যান্ড।

৮.৪।। ত-বর্গের শব্দে সর্বদা ন ব্যবহৃত হবে :

দন্ত, অন্ত, প্রান্ত, ক্লান্ত, পান্থ, পন্থা, গ্রন্থ, নন্দ, আনন্দ, কন্দ, অন্ধ, বন্ধ, সন্ধান, অন্ন, বিপন্ন, আসন্ন, একান্ন, সম্পন্ন।

৮.৫।। প-বর্গের বর্ণে সর্বদা 'ম' বর্ণটি যুক্ত হয়ে বানান লেখা হবে। কিন্তু অন্তঃস্থ 'ব'-তে 'ং' বসবে। তবে এখন আর বর্গীয় 'ব' ও অন্তঃস্থ 'ব'-র কোনো ভেদে নেই।

লম্ফ, ঝম্ফ, অম্বর, অম্বা, অম্বিকা, অম্বু, কম্বল, ডিম্ব, সম্বর, সম্বল, সম্বন্ধ, সম্বোধন, সম্বর্ধনা, ডম্বর, জম্বু, সম্বন্ধ, কিম্ভুত, সম্ভূত, স্বয়ম্ভু, কুম্ভ, কুম্ভকর্ণ, সম্মান, আম্মা।

৮.৬।। বাকি বর্ণের (য, র, ল, ব, শ, ষ, স, হ, ড়, ঢ়, য়) সামনে ং ব্যবহার করা হবে। যেমন :

সংযত, বাংলা, সংরোধক, সংরক্ষা, সংলগ্ন, সংলাপ, সংসার, বশংবদ, অবিসংবাদিত, সংবাদ, কিংবা, সংবিধান, কিংবদন্তী, স্বয়ংবর, প্রিয়ংবদা, অসংবৃত, সংবর্ধক, বারংবার, সংবরণ, সংবেদন, সংশয়, সংশোধিত, সংহত, সংশ্লেষ।

৮.৭।। যে শব্দের শেষে অন্য কোনো বর্ণ নেই সেখানে 'ং' দেওয়ার পক্ষে। যেমন :

রং, ব্যাং, চ্যাং, দার্জিলিং, শিলং, এবং, বরং।

তবে শব্দের মাঝখানে বা শেষে 'ং' এর সঙ্গে কোনো স্বরধ্বনি যুক্ত হলে ং বর্ণটি ঙ হবে। যেমন :

বাংলা কিন্তু বাঙালী। রং কিন্তু রঙের, রঙিন, ব্যাং কিন্তু ব্যাঙাচি, ব্যাঙের, রাঙা।

৮.৮।। আবার 'ময়' প্রত্যয়ের সঙ্গে কোনো বর্ণযুক্ত হলে তখন হবে ঐ বর্ণের ও বর্গের অনুনাসিক বর্ণ। তবে ণত্ববিধান কার্যকর হবে। যেমন :

বাক্‌ময়>বাঙ্ময়; তৎময়>তন্ময়; চিৎময়>চিন্ময়; মৃৎময়>মৃন্ময়; হিরণময়>হিরণ্ময়।

৮.৯।। লিপিগত কারণে 'ক' ও 'চ' বর্গের যুক্তব্যঞ্জনের আগে ং হবে। যেমন :

সংক্ষুব্ধ, সংজ্ঞাহীন, সংক্ষেপ, সংগৃহীত, সংগ্রাম, সংগ্রহ, সংক্রম,

সংক্রান্তি, সংক্রামী, সংগ্রাহক, সংগ্রামী, সংজ্ঞার্থ। কিন্তু বহুপ্রচলনের জন্য 'আকাঙ্ক্ষা' ও 'পঙক্তি'-জাত শব্দে 'ঙ' হবে।

৯.০।। **দ্বিত্ব** :

৯.১।। আমরা সর্বত্র রেফের পরে ব্যঞ্জনদ্বিত্ব বর্জন করার পক্ষে। 'কার্য্য, আর্য্য, অনার্য্য, শৌর্য্য, সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, আচার্য্য, ভট্টাচার্য্য, কার্ত্তিক, বার্ত্তিক, কর্ম্ম, ধর্ম্ম' নয়, হবে 'কার্য, আর্য, অনার্য, শৌর্য, সৌন্দর্য, মাধুর্য, আচার্য, ভট্টাচার্য, কার্তিক, বার্তিক, কর্ম, ধর্ম'।

১০.০।। **ও-কার (ো)** :

১০.১।। 'মনঃ', 'রক্ষঃ', 'শিরঃ', 'ছন্দঃ' পরে গ, জ, দ, ধ, ন, ব, ভ, ম, য, র, ল, হ, থাকলে ঐ শব্দের 'ঃ' ও-কার হয়ে আগের বর্ণে যুক্ত হয়। যেমন :
মনোগত, মনোজ, মনোদুঃখ, মনোনীত, মনোবল, মনোবিচ্ছেদ, মনোভাব, মনোমালিন্য, মনোমোহন, মনোযোগী, মনোরম, মনোহর, রক্ষোধাম, শিরোধার্য, শিরোজ, শিরোনাম, শিরোমণি, শিরোভূষণ, ছন্দোজ্ঞান, ছন্দোবদ্ধ, ছন্দোময়, ছন্দোবৈচিত্র্য, ছন্দোহীন।

১০.২।। ক্রিয়াবিশেষণ/প্রজোয্য ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে শব্দের শেষে ও-কার (ো) ব্যবহার করা হবে। অন্যভাবে বলা যায় 'আনো' প্রত্যয়জাত শব্দের শেষে ও-কার হবে। যেমন :
ভেজানো, নেভানো ভেজানো, বলানো, লোকানো, পালানো, জড়ানো, ছড়ানো, দেখানো, ছাপানো, করানো, জেতানো, হাঁটানো, খাওয়ানো, কাটানো, হিঁচড়ানো, ছাপানো।

১০.৩।। অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদের শেষে ও-কার হবে। যেমন :
করো, ধরো, বলো, এসো, বসো।

১০.৪।। বিশেষ কয়েকটি 'অ-কারযুক্ত' অব্যয়পদের শেষে ও-কার উচ্চারিত হলে বানানেও বসবে। যেমন :
'কখনো' (অনির্দিষ্ট কাল অর্থে), 'কোনো' (অনির্দিষ্ট অর্থে), 'মতো', 'তো', 'হয়তো', 'নয়তো','আরো', 'কারো', 'যখনো', 'তখনো'।

১০.৫।। অদৃশ্য 'অ'র সঙ্গে 'উ' বা 'ঊ'র সন্ধি হলে 'ও' হয় এবং ও-কাররূপে অদৃশ্য'অ'যুক্ত ব্যঞ্জনে যুক্ত হয়। যেমন :
আদ্যোপান্ত, দেবোপম, বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রায়োপবেশন, সর্বোচ্চ, সহোদর, চলোর্মি, নবোঢ়া।

১০.৬।। 'আ'র সঙ্গে 'উ' বা 'ঊ'র সন্ধি হলে ও-কার হয় এবং ও-কার আগের বর্ণে যুক্ত হয়। যেমন : কথোপকথন, গঙ্গোদক, যথোচিত, মহোৎসব, মহোর্ধ্ব।

১০.৭।। কখনো কখনো মূল শব্দ দিয়ে বিশেষণ গঠিত হলে শব্দের শেষে ও-কার হয়। যেমন :
জোলো, বুনো, মেঠো, ঝোড়ো, মুখো, ভেতো, মেছো, হেটো, জোঁকো, গেছো, চুনো, কোটো।

১০.৮।। 'আমো', 'আলো' প্রত্যয়জাত শব্দের শেষে 'ও' উচ্চারিত হলে ও-কার হবে। যেমন :
পাকামো, ন্যাকামো, ভেঁপোমো, জ্যাঠামো, জমকালো, বুড়ামো, বাঁদরামো, ঢিলামো, মাতলামো, পাগলামো, জোরালো, ধারালো, ঝাঁঝালো, জেদালো, আঠালো, তেজালো, শাঁসালো, মাথালো, গোছালো, জাঁকালো, রাগালো ।

১০.৯।। সংখ্যাবাচক তদ্ভব শব্দের ক্ষেত্রে শব্দের শেষে 'ও' উচ্চারিত হলে ও-কার হবে। যেমন :
এগারো, বারো, তেরো, চোদ্দো, পনেরো, ষোলো, সতেরো, আঠেরো, একশো।

১০.১০।। শব্দদ্বৈত্বতে 'ও' উচ্চারিত হলে শব্দের শেষে ও-কার হবে। যেমন :
পড়োপড়ো, কালোকালো, বড়োবড়ো, কাঁদোকাঁদো, ডুবোডুবো।

১০.১১।। 'ওয়া' (ওআ) প্রত্যয়ে গঠিত শব্দে ও-কার হবে। যেমন :
বাঁচোয়া, রোয়া, চড়োয়া, আগোয়া, ধরোয়া।

১০.১২।। 'অ-কারযুক্ত' অব্যয়পদ ভিন্ন অন্য শব্দের সঙ্গে 'ও' বর্ণরূপে ব্যবহৃত হবে। যেমন : আজও, তুমিও, যদিও, রাতেও।

১১.০।। শব্দের শেষে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত 'ই' ধ্বনিটি মূল শব্দের সঙ্গে বর্ণরূপে যুক্ত থাকবে। যেমন :
তখনই, তেমনই, রাত্রেই, আমিই, আজই, সকলেই, এখনই, যখনই।

১৩.০।। **ঙ/ঙ্গ :**

১৩.১।। মূল বানানে 'ঙ্গ' থাকলেও বাঙালীর উচ্চারণে যেখানে 'ঙ্গ' উচ্চারিত হচ্ছে, সেখানে ঙ্গ থাকবে, আরে যেখানে উচ্চারণ নেই সেখানে 'ং' হবে। কিন্তু স্বরধ্বনি যুক্ত থাকলে 'ঙ' হবে। যেমন :
রঙ্গ, রঙ, আংটি, পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিম বাংলা, ভাঙা, দাঙ্গা, ঘুঙুর, আঙুর, আঙুল।

১৪.০।। **বিসর্গ (ঃ) :**

১৪.১।। সর্বত্র শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ) বর্জন করা হবে। যেমন :
মূলত, ক্রমশ, প্রধানত, প্রায়শ, যশ, । কিন্তু পুনঃপুনঃ।

১৪.২।। শব্দের মাঝের *'অধঃ'*; *'অন্তঃ'; 'ধনুঃ'; প্রাতঃ; 'স্বতঃ', 'মনঃ'* শব্দস্থিত বিসর্গ (ঃ) 'ক', 'প', 'র', 'শ', 'স' বর্ণের আগে বর্তমান থাকবে। যেমন :
অধঃক্ষেপ, অধঃক্রম, অধঃক্ষিপ্ত, অধঃপতন, অধঃপাত, অধঃশিরা, অধঃস্থিত; অন্তঃকরণ, অন্তঃকলহ, অন্তঃপ্রবিষ্ট, অন্তঃরাষ্ট্রিক, অন্তঃশীলা, অন্তঃশুল্ক, অন্তঃসলিলা, অন্তঃসত্ত্বা, অন্তঃসার, অন্তঃস্থ; ধনুঃশর, ধনুঃশাখা; প্রাতঃকাল, প্রাতঃভ্রমণ, প্রাতঃস্মরণীয়; স্বতঃপ্রবৃত্ত, স্বতঃসিদ্ধ, স্বতঃস্ফূর্ত; মনঃকল্পিত, মনঃকষ্ট, মনঃপীড়া, মনঃপূত, মনঃসমীক্ষণ।

১৪.৩।। *'দুঃ'* উপসর্গের 'খ', 'শ', 'স' বর্ণ থাকলে বিসর্গ বসবে। যেমন :
দুঃখী, দুঃখিত, দুঃসময়, দুঃসহ, দুঃস্বপ্ন।

১৪.৪।। 'চতুঃ', 'ছন্দঃ' 'প', 'শ', 'ষ' 'স' পরে থাকলে 'ঃ' হয়। যেমন :
চতুঃপার্শ্ব, চতুঃশাখা, চতুঃষষ্টি, চতুঃসীমা, ছন্দঃপতন, ছন্দঃশাস্ত্র।

১৪.৫।। *'নিঃ'* উপসর্গ এবং 'পুরঃ', অব্যয় পদের ক্ষেত্রে 'শ' ও 'স' বর্ণের আগে বিসর্গ (ঃ) হয়। যেমন :
নিঃশব্দ, নিঃস্পৃহ, নিঃসার, নিঃসরণ, নিঃশঙ্ক, পুরঃসর।
কিন্তু 'নিশ্বাস'।

১৪.৬।। *'রক্ষঃ', 'শিরঃ'* শব্দে 'প', 'ফ' বর্ণের আগে বিসর্গ হবে। যেমন :
শিরঃপীড়া, শিরঃফল; রক্ষঃপুরী।

১৪.৭।। 'আন্তঃ' শব্দের পরে স্বরধ্বনি বা 'ক, জ, প, ব, স' আগে ঃ হবে। যেমন : আন্তঃঔপনিবেশিক, আন্তঃকলেজ, আন্তঃজেলা, আন্তঃপ্রাদেশিক, আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয়, আন্তঃস্কুল।

১৪.৮।। 'ঃ' বিসর্গ বাংলা ভাষায় নিঃ উপসর্গের বিসর্গ স-যুক্ত ব্যঞ্জনের আগে সাধারণ ব্যবহৃত হচ্ছে না। আমরা এখন এই প্রবণতাকে স্বীকার করছি। যেমনঃ নিস্পন্দ, নিশ্বাস, নিস্তব্ধ, নিস্পৃহ, নিস্বন। ব্যতিক্রমঃ দুঃস্বপ্ন, দুঃশ্বাস।

১৫.০।। র-ফলা (্র) ও রেফ (র্) :

১৫.১।। রুদ্ধদলের শেষে 'র্' উচ্চারিত হলে সেই 'র' রেফ হবে এবং যেখানে 'র' উচ্চারণ হচ্ছে তার পরের বর্ণে বসবে। যেমন : কর্ণ, বর্ণ, অর্ণব, অর্জুন।

১৫.২।। 'যুক্তব্যঞ্জন' মুক্তদলরূপে উচ্চারিত হলে শেষের 'র'টি র-ফলা (্র) হবে। যেমন : গ্রাম, আর্দ্র।

১৫.৩।। বিসর্গ (ঃ) রেফ (র্) হলে যেখানে 'র' উচ্চারণ হচ্ছে তার পরের বর্ণে বসবে। তবে যেসমস্ত শব্দে রেফের প্রয়োগ নেই সেখানে নতুনকরে প্রয়োজন নেই। যেমন : 'আন্তর্জাতিক', 'আর্ন্তজাতিক' নয়। এইভাবে পুনর্নির্মাণ, অন্তর্লোক। কিন্তু আরবি, ফারসি, বরফি।

১৬.০।। জ/য :

১৬.১।। 'উচ্চারণে তদ্ভব' হলেও অব্যয় ও সর্বনামের ক্ষেত্রে 'য' হবে। যেমন : যথা, যখন, যেমন, যত, যে, যিনি, যেহেতু, যদি, যদিও।

১৬.২।। প্রকৃত তদ্ভব শব্দের সর্বদা 'জ' হবে। যেমন : কাজ, আজ, জোগাড়, জোড়া, শেজ, ভাজ, সাজ, মাজ, বাজ, জাঁতা, জাঁতি, জোয়ান, জোঁক, জাদু, জোড়।

১৭.০।। ক্ষ/খ :

'ক্ষ' এই যুক্তব্যঞ্জনটি বাঙালীদের উচ্চারণে সর্বদা তদ্ভব। কিন্তু লিখিত রূপে স্বরসঙ্গ তি না হলে তা তদ্ভবরূপে পরিচিত হয় না।

১৭.১।। কালবাচক শব্দ ছাড়া সর্বত্র স্বরসঙ্গতিজাত তদ্ভব শব্দে 'খ' হবে। যেমন : ভিখিরি, খেত, খিদে, খুদ, খুদে, চোখ, আখ, পাখা, পাখি, লাখ, আঁখি, কাঁখ, ভিখ, পরখ, খেত, খেপা, খেতি।

১৭.২।। যেখানে 'ক্‌খ' উচ্চারিত হয় এবং স্বরসঙ্গতি হয়নি, সেখানে 'ক্ষ' হবে। যেমন : অক্ষত, রক্ষা, সাক্ষ্য, আকাঙ্ক্ষা, লক্ষ্মণ, লক্ষ্মী, তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম, যক্ষ্মা, ক্ষত, ক্ষার, ক্ষরণ, ক্ষুণ্ণ, সাক্ষাৎ, পক্ষ, ক্ষীর, ক্ষিপ্ত, পরীক্ষা।

১৮.০।। অ্যা :

১৮.১।। বিদেশি শব্দে 'অ্যা' উচ্চারণ হলে সেখানে আদিতে 'অ্যা', মাঝে 'যা' বসবে। যেমন :
অ্যাকাডেমি, অ্যাডমিট, অ্যারিস্টটল, গ্ল্যাণ্ড, ব্ল্যাক, অ্যাসিড, অ্যান্যাসথেসিয়া, অ্যানাফিলিস, অ্যাঙ্কার।

১৮.২।। তদ্ভব শব্দ বা ক্রিয়াপদে সামনের 'এ'/'এ-কার' উচ্চারণে 'অ্যা' হলেও সেখানে 'অ্যা' বসবে না। যেমন :
একলা, এক, এতদিন, এগারো, একশো, একটা, একা, এখন, বেলা, পেঁচা, খেলা, চেলা, মেলা, হেলা, গেলা, গেল, দেখা, পেঁচানো, দেখানো।

১৮.৩।। 'অ্যা' ধ্বনির কোনো নির্দিষ্ট লিপিরূপ না থাকার ফলে এই ধ্বনিটিকে নানাভাবে লেখা হয়। যেমন এ, এ্যা, অ্যা, ে, ে, যা। এর মধ্যে আমরা শব্দের প্রথমে 'এ', বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে 'অ্যা', মাঝে 'যা' আর ক্রিয়াপদে শুধু 'ে' কে গ্রহণ করব।

১৯.০।। র/ড় :

১৯.১।। 'ট' ও 'ত'-বর্গের ধ্বনির তদ্ভবরূপে 'ড়' হবে। যেমন :
বাড়ি, পড়ল, চড়ল, কড়া, কাপড়, ঘোড়া, ফোড়া, ফোঁড়া, দাড়া, পড়া, কড়া, শুঁড়ি, দাঁড়ানো, ভাঁড়, খাঁড়, কড়ি, বেড়া, পড়শী, আড়াল, চাঁড়াল, বুড়ি, বুড়া, কড়াই, আড়াই।

১৯.২।। কখনো কখনো 'চ'-বর্গের, কখনো 'র' ও 'ল' ধ্বনির তদ্ভবরূপে 'ড়' হয়। যেমন :
জড়, সাড়া, কড়াই, পাড়া, শাশুড়ি, বড়, তাড়াতাড়ি, বেড়ানো, দৌড়ানো, আঁতুড়, আমড়া।

২০.০।। **কি/কী :**

২০.১।। কোনো কিছু সম্পর্কে বিস্ময় বোঝালে বা বাক্যে বিস্ময়চিহ্ন ব্যবহৃত হলে সেখানে 'কী' হবে, আর সর্বত্র 'কি' হবে। তাছাড়া কখনো শব্দের উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়া হলে 'কী' হবে। যেমন :

কী সুন্দর! কী মারাত্মক কথা! কী, বীরেন সভাপতি? কী চাল দিলাম, কেউ বুঝতে পারল না? কী হে, কেমন আছ? কী আমার দিকে তাকিয়ে কেন? কি জানতে চাও বল? বীরবলের ছদ্মনাম কি? কি খুঁজছ? জীবনানন্দের নাম জান কি ? কি সাপে কামড়াল?

২১.০।। **জ/য :**

২১.১।। তদ্ভব শব্দের সর্বদা 'য'-র পরিবর্তে 'জ'-র পক্ষে। যেমন:

কাজ, জাউ, জুঁই, জোড়া, জাঁতি, জাদু, জাঁতা, জোত, জোন, জুড়ি, জোট, জোগাড়, জা, জোয়ান, জোগাড়ে, জুত।

২১.২।। নিত্য 'জ' হয় মূলত :

অজগর, অজয়, অঞ্জন, অর্জুন, জটায়ু, জনতা, জনার্দন, জপ, জয়, জাতীফল, জার, জানু, জাপ্য, জাড্য, জাতি, জাতক, জামাতা, জাল, জিজ্ঞাসা, জিন, জিত, জিগীষা, জিত, জীবন, জারক, জীমূত, জীস্বর, জ্যোতির্ময়, বিজয়, বিসর্জন, গুনঞ্জ, পঞ্জর, পঙ্কজ, পারিজাত, যোজন, খঞ্জন, খর্জুর, জন্ম, জান, দুর্জয়, ধূর্জটি, ধনঞ্জয়, ভঞ্জন, ভজন, মজ্জন, মার্জন, মৃত্যুঞ্জয়, যজমান।

নিত্য শ-কার হয় :

অশু, অশ্রু, অঙ্কুশ, অশ্ব, অশ্বত্থ, আশ্বাস, অশ্ম, অতিশয়, অনিশ, আক্রোশ, অশোক, অশেষ, অংশ, অবশ্য, অশনি, অশন, আশয়, আশঙ্কা, আশ্রয়, আশ্বিন, আকাশ, ঈশ্বর, ঈশ, কাশ্মীর, কাশ, কাশী, কর্কশ, কুশ, কুশল, কাশ্যপ, গণেশ, দংশ, দশ, দর্শন, দশন, নাশ, বড়শি, বংশ, বশ, রাশি, রশ্মি, শরীর, শক্র, শস্ত, শঙ্কর, শত্ত্ব শঙ্কা, শম্বর, শস্ত্র, শাস্ত্র, শাম্বল, শান্ত, শাল্মলি, শম্বুক, শালী, শাণ্ডিল্য, শারিকা, শালি, শাশ্বতী, শাক, শাক্য, শাখা, শাণ, শাত, শার্দূল, শান, শারঙ্গ, শাল, শালুক, শাসন, শঙ্খ, শক্তি, শপথ, শ্যামল, শ্যালক, শক, শকুন্তি, শকুনি, শঙ্কিত, শর্করা, শাঁটী, শঠ, শণ, শত, শবর, শরভ, শর্ম, শলাক, শল্য, শলভ, শশ, শশাঙ্ক, শশী, শয়ন, শিশু,

শিল্প, শিক্ষা, শিষ্ট, শিথিল, শিখণ্ডী, শিখা, শিখী, শিত, শিব, শিলা, শিলীন্ধ্র, শীঘ্র, শীতাংশু, শীতল, শীল, শরণ্য, পিশাচ, কিশোর, দিশা, নিশি, নিশিত, নিবেশ, নিশা, বিশ্ব, বিশ্বাস, বিশেষ, বিনাশ, বিশাখ, দংশন, পশুপতি, পাশ, পলাশ, প্রশ্ন, প্রাংশু, প্রবেশ, প্রকাশ, ক্রোশ, কেশ, কেশব, দেশ, বেশ, লেশ, শোক, শোভা, শোভাঞ্জন, শ্যেন, শেখর, শেফালিকা, শূদ্র, শুক্র, শুদ্ধ, শুভ্র, শুল্ক, শুষ্ক, শুক্তি, শুচি, শুক, শুভ, শ্রুতি, শ্রুত, শ্রান্ত, শ্রাবণ, শূকর, শূন্য, শূল, শৃঙ্গ, শৃঙ্গার, শৃগাল, শ্রবণ, শ্রম, শ্বশুর, শ্লাঘ্য, শ্লথ, শ্রেষ্ঠ, শ্রোণী, শ্রেণী, শ্রেয়, শ্বেত, শ্লোক, ক্লেশ, স্পর্শ, যশ, সন্দেশ, সংশয়, সকাশ, সদৃশ।

নিত্য ষ-কার হয় :

অম্বরীষ, অভিষেক, অভিলাষ, আষাঢ়, ঈর্ষা, ঈষৎ, উষ্ম, ঊষা, ঊষর, ঔষধ, কষায়, কর্ষ, কুষ্মাণ্ড, গোষ্পদ, ঘোষণা, তুষ্ট, তুষার, তৃষা, দুষ্ট, দূষিকা, দূষণ, নিষেক, নিকষ, নিষঙ্গ, নিষধে, পাষাণ, পুরুষ, পুষ্প, প্রত্যুষ, দ্বেষ, শ্লেষ, পৌষ, প্রেষ্য, পাষণ্ড, বশিষ্ঠ, বর্ষ, বিশেষ, বিশেষণ, বিভীষণ, বিষাদ, বিষুব, বিষম, ভেষজ, ভাষা, ভাষ্য, ভীষ্ম, ভীষণ, ভূষণ, মঞ্জুষ, মহিষ, মূষিক, মেষ, ষণ্ড, ষষ্ঠী, শষ্প, শীর্ষ, শিরীষ, শিষ্য, হৃষীক।

নিত্য স-কার হয় :

ত্রাস, স্মৃতি, স্বচ্ছ, স্বাদু, স্বামী, স্বস্তি, স্বর্গ, স্বরূপ, স্বর, স্বয়ং, অসুর, স্মিত, দিবস, বিশ্বাস, বিভাস, বিলাস, সিক্ত, সিন্ধু, সিদ্ধি, সিংহ, সিত, সিতা, পায়স, পরিসর, প্রসঙ্গ, প্রসাদ, প্রসার, গ্রাস, স্বেদ, স্রোত, জ্যোৎস্না, সোম, সৌম্য, সেবা, সেবক, স্বৈর, আস্য, অসি, অপসর, অজস্র, অমাবস্যা, অসম, কার্পাস, কুসুম, ঘাস, উল্লাস, তমিস্র, লাস্য, দাস, ধ্বংস, ন্যাস, বৎস্য, বাস, বাসব, বাসর, ব্যাস, বীভৎস, বসন্ত, বসুদেব, বসুধা, রাস, রস, ভাস, ভাসুর, মাংস, মাস, মস্যা, সঙ্গম, সত্ত্ব, সন্ধ্যা, সন্ত, সম্মতি, সান্দ্র, সাক্ষাৎ, সাক্ষী, সাগর, সাধু, সানু, সার, সারস, সাম, সাম্য, সাল সায়ক, সন্ধি, সখি, সচিব, সরিৎ, সলিল, সর্প, সুন্দর, সুখ, সুত, সুধা, সুবর্ণ, সুর, সুরা, সন্দেহ, সীমন্ত, সংস্কৃত, সংক্ষেপে, সংসার, সূক্ষ্ম, সূচি, সূর্য, সৃজন, সকল, সত্য, সতী, সদা, সদ্য, সদৃশ, সর্ব, সরণি, সরস, সরসী, সভ্য, সম, সমঞ্জস, সমকক্ষ, সমস্ত, সমাচার, সমাস, সমুদ্র, সমীর, সমূহ, সমর, সময়, সহ, সহস্র, সহায়, হ্রাস, হাস্য, হংস।

বিকল্প শব্দ :

বাংলা ভাষায় যেসমস্ত তৎসম শব্দের বিকল্পরূপে দুটি রূপই প্রচলিত তার ক্ষেত্রে আমরা অধিক প্রচলিত রূপকেই গ্রহণ করব। যেমন :

> অঙ্কুর/অঙ্কূর, অন্তঃপাতি/অন্তঃপাতী, অন্তরীক্ষ/অন্তরিক্ষ, অটবি/অটবী, অবনি/অবনী, আবলী/আবলি, অলাবু/অলাবূ, উষা/ঊষা, ঋষ্টি/রিষ্টি, কটি/কটী, কবাট/কপাট, কলসী/কলসি, কুটির/কুটীর, কুসীদ/কুশীদ, কলস/কলশ, কশা/কষা, কেশর/কেসর, কৃমি/ক্রিমি, কিশলয়/কিসলয়, কৈকেয়ী/কেকয়ী, কোষ/কোশ, কৌশল্যা/কৌসল্যা, ক্ষুর/খুর, গাণ্ডনি/গাণ্ডবী, চঞ্চু/চঞ্চূ, জম্বুক/জম্বূক, তনু/তনূ, তরণী/তরণি, তরী/তরি, ত্রুটি/ত্রুটী, ধমনী/ধমনি, ধরণী/ধরণি, নিমিষ/নিমেষ, পদবী/পদবি, পরিতাপ/পরীতাপ, পরিহাস/ পরীহাস, পরিহার/পরীহার, পল্লী/পল্লি, পুরুষ/ পূরুষ, প্রতিকার/প্রতীকার, প্রভৃতি/প্রভৃতী, বসিষ্ঠ/বশিষ্ঠ, বিকাশ/বিকাস, বেণী/বেণি, বেশ/বেষ, বৈচিত্র/বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট/বৈশিষ্ট্য, ভঙ্গী/ভঙ্গি, ভল্লুক/ভল্লূক, ভূমী/ভূমি, মক্ষী/মক্ষি, মরীচ/মরিচ, মহি/মহী, মসুর/মসূর, মকুট/মুকুট, যুবতি/যুবতী, রজনী/রজনি, রসনা/রশনা, রাজি/রাজী, শকটি/শকটী, শর্বরী/সর্বরী, শম্ভু/শম্ভূ, শম্বুক/শম্বূক, শর/সর, শূকর/সূকর, শূর্প/সূর্প, শূর্পণখা/সূর্পণখা, শ্রেণি/শ্রেণী, সূচী/সূচি, স্রোত/শ্রোত, স্বয়ম্ভু/স্বয়ম্ভূ, হনু/হনূ, হনুমান/হনূমান,

আমরা মূলত প্রচলিত রূপটিকে প্রাধান্য দিচ্ছি। এই নির্বাচনে রবীন্দ্রসাহিত্যকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আমাদের গৃহীত বানানগুলো দাঁড়াল :

> অঙ্কুর, অন্তঃপাতী, অন্তরীক্ষ, অটবী, অবনী, আবলী, অলাবু, উষা, ঋষ্টি, কটি কপাট, কলসী, কুটির, কুশীদ, কলস, কষা, কেশর, কৃমি, কিশলয়, কৈকেয়ী, কোষ, কৌশল্যা, ক্ষুর, গাণ্ডবী, চঞ্চু, জম্বুক, তনু, তরণী, তরী, ত্রুটি, ধমনী, ধরণী, নিমেষ, পদবী, পরিতাপ, পরিহাস, পরিহার, পল্লী, পুরুষ, প্রতিকার, প্রভৃতি, বশিষ্ঠ, বিকাশ, বেণী, বেশ, বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য, ভঙ্গি, ভল্লুক, ভূমি, মক্ষি, মরীচ, মহী, মসুর, মুকুট, যুবতি, রজনী, রসনা, রাজি, শকটি, শর্বরী, শম্ভু, শম্বুক, শর, শূকর, শূর্প, শূর্পণখা, শ্রেণী, সুচি, স্রোত, স্বয়ম্ভু, হনু, হনুমান।

সমোচ্চারিত বা সমধ্বনিমূলক শব্দের অর্থ ও বানান

অ :

অর্ঘ—মূল্য

অর্ঘ্য—পূজার উপকরণ; পূজ্য।

অচ্ছদ—অনাচ্ছাদিত।

অচ্ছোদ—স্বচ্ছ। নির্মল জলবিশিষ্ট। হিমালয়ের প্রদেশস্থ সরোবর।

অজড়— অচেতন

অজর—জরাগ্রস্ত নয়। দেবতা।

অণু—পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ। সূক্ষ্ম। ক্ষুদ্র।

অনু—পশ্চাৎ। সদৃশ। সহ। সমীপ।

অন্ত—শেষ। সীমা। সমাপ্তি। নাশ। অবয়ব।

অন্তঃ—মাঝখানে। মধ্যে।

অন্ত্য—শেষে। সমাপ্তিতে। নীচ।

অবিরাম—অনবরত

অভিরাম—সুন্দর। রমণীয়।

অবিহিত—অনুচিত

অভিহিত—কথিত।

অবদ্য—নিন্দনীয়

অবধ্য—বধের অযোগ্য।

অবন্ধ— বন্ধনহীন। অসংযত।

অবন্ধ্য—সফল।

অলক—কেশগুচ্ছ। কুটিল কেশ। ঝাপটা।

অলোক—অসাধারণ।

অংশ—ভাগ। খণ্ড।

অংস—স্কন্ধ। স্কন্ধদেশ।

অশক্ত—অসমর্থ।

অসক্ত—অনাসক্ত। আসক্তিশূন্য। অসংলগ্ন।

অশ্ব—ঘোড়া।

অশ্ম—প্রস্তর, পাথর,

অসার—বাজে। সারহীন। অকেজো। দুর্বল।

অসাড়— সাড়হীন, অনুভূতিহীন,

অশীলতা—ঔদ্ধত্য

অসিলতা—খড়্গ। ছুরি।

অবিনীত—উদ্ধত। অশিক্ষিত।

অভিনীত—অভিনয়কৃত।

আ :

আদি—প্রথম। মূল। উৎস।

আধি—মনঃপীড়া। বিপদ। বালু ঝড়।

আত্ত—গৃহীত।

আত্ম—স্বয়ং।

অনাহুত — যা আহুতি দেওয়া হয়নি।

অনাহূত—অনিমন্ত্রিত।

আপণ—দোকান।

আপন—নিজ।

আবরণ—আচ্ছাদন। পোশাক।

আভরণ—অলঙ্কার।

আবাস—বাসস্থান। গৃহ।

আভাস—ইঙ্গিত। অস্পষ্ট প্রকাশ।

আভাষ—ভূমিকা। অভিভাষণ। আলাপ মুখবন্ধ।

আমরা—আমির বহুবচন।

আমড়া—অম্লফলবিশেষ।

আর—এবং। ও। কিম্বা।

আড়—বাঁকা।
আশা—আকাঙ্ক্ষা। সখ। ইচ্ছা।
আসা—উপস্থিত হওয়া। আগমন।
আষাঢ়—মাসবিশেষ।
আসার—প্রবল বৃষ্টি। জলকণা। জলস্রাব।
আস্তিক—ঈশ্বরবিশ্বাসী।
আস্তীক—জরৎকারুর পুত্র।
আহুত—যাতে আহুতি দেওয়া হয়েছে।
আহূত—আমন্ত্রিত।
আহুতি—হোম।
আহূতি—আহ্বান।

ঈ :

ঈশ—প্রভু। শ্রেষ্ঠ।
ঈষ—লাঙলের ফলা। শিরাল।

উ :

উপাদান—উপকরণ।
উপাধান—বালিশ।
উদ্দেশে—খোঁজে।
উদ্দেশ্যে—হেতু। জন্যে।
উদ্যত—প্রবৃত্ত।
উদ্ধত—অবিনীত।

ও :

ওরা—তারা।
ওড়া—শূন্যে বিচরণ।
ওরে—সম্বোধনসূচক শব্দ।
ওড়ে—শূন্যে বিচরণ করে।
ওষধি—যে গাছ একবার ফলে দিয়ে মরে যায়।
ঔষধি—যে গাছ রোগ নিবারণ করে।

ক :

কর্ণধর—হলধর। মাঝি।
কর্ণধার—অধিকারী। হোতা।
কটি—কোমর।
কোটি—সংখ্যাবিশেষ।
কপাল—ললাট।
কপোল—গাল।
করা—ক্রিয়া সম্পাদন।
কড়া—কঠিন। শক্ত। নিয়মানুসারী।
করি—সম্পাদন করি।
কড়ি—প্রাচীন মুদ্রাবিশেষ। বিম।
করুন—করা ক্রিয়ার সম্মানীয়রূপ।
করুণ—বিষণ্ণ। কাতর। শোকার্ত। দয়ালু।
কারা—জেলখানা। কে কে।
কাড়া—জোর করে নিয়ে নেওয়া। ছিনতাই।
কশা—চাবুক।
কসা—আঁটা।
কষ্টি—পাথরবিশেষ।
কোষ্ঠি—জন্মপত্রিকা।
কালি—লেখার কালি।
কালী—দেবী।
কুজন—খারাপ লোক।
কূজন—পাখির ডাক।
কুট—খারাপ। খল। বিষ।
কূট—পর্বত।
কুল—বংশ। ফলবিশেষ।
কূল—তীর। তট।
কৃত—সৃষ্ট। করা হয়েছে।
ক্রীত—কেনা।
কৃতদাস—ভৃত্যে পরিণত।
ক্রীতদাস—গোলাম।

কৃতি—কার্য। নির্মাণ।
কৃতী—যোগ্যতাসম্পন্ন। কৃতকর্মা।
কোণ—কর্ণ। কোনা।
কোন—কে। অনির্দিষ্ট।
কমল—পদ্ম।
কোমল—নরম।

খ :

খর—প্রখর। তীক্ষ্ণ। ধারালো।
খড়— বিচালি।

গ:

গর্ব—অহঙ্কার। আত্মশ্লাঘা।
গর্ভ—ভিতর। ডিম্ব। উদর। অভ্যন্তর।
গাদা—প্রচুর। রাশি। স্তূপ ঠেসে ভরা।
গাধা—গর্দভ।
গিরিশ—শিব।
গিরীশ—হিমালয়।
গোরা—ফর্সা। পরিষ্কার।
গোড়া—মূল। শিকড়। ভিত।
গোঁড়া—অন্ধ পক্ষপাতী।
গোলক—গোলাকার।
গোলোক—বিষ্ণুলোক
গৌর—ফরশা। গৌরাঙ্গদেব।
গৌড়—বাংলাদেশের প্রাচীন নাম। রীতিবিশেষ।

ঘ :

ঘুরি—ভ্রমণ করি।
ঘুড়ি—ঘুড্ডি।
ঘোর—আবেশ।
ঘোড়—অশ্বসম্পর্কিত।
ঘোরা—বেড়ানো।
ঘোড়া—অশ্ব।

চ :

চর—গোয়েন্দা। নদীর দ্বীপ।
চড়—চাপড় চপেটাঘাত।
চড়ক—উৎসববিশেষ।
চরক—আয়ুর্বেদবেত্তা ঋষিবিশেষ।
চার—মাছ ধরার টোপ।
চাড়—উৎসাহ। আগ্রহ। বলপ্রয়োগ।
চারা—ছোটো গাছ।
চাড়া—গোঁফে তা দেওয়া,
চির—দীর্ঘ।
চীর—বস্ত্রখণ্ড।
চুরি—অপহরণ।
চুড়ি—হাতের সরু বালা।
চ্যুত—স্খলিত।
চূত—আম।

ছ :

ছাট—বৃষ্টির ঝাপটা।
ছাঁট—রীতি। চুলের ভাঁজ বা স্টাইল।
ছাড়—ত্যাগ। মুক্তি। বাদ পড়া।
ছার—তুচ্ছ নগণ্য। অধম।
ছোঁড়া—নিক্ষেপ করা।
ছোরা—বড়ো ছুরি।

জ :

জড়—শিকড়। মূল। চেতনাহীন।
জর—জরাগ্রস্ত।
জ্বর—শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি।
জাড়—শীত।
জার—রাশিয়ার সম্রাটের উপাধি।
জাতি—বর্ণ। সম্প্রদায়।

জাতী—ফুলবিশেষ।
জলা—জলাভূমি।
জ্বলা—পোড়া। যন্ত্রণা।
জাল—ফাঁদ। নকল। আবরণ। মাছধরার উপকরণ।
জ্বাল—অগ্নিশিখা। আগুনের আঁচ।
জালা—বৃহৎ কলস।
জ্বালা—দহন। দাহ। যন্ত্রণা।
জিব—জিহ্বা।
জীব—প্রাণী।
জোর—শক্তি।
জোড়—জোড়া। দুটি। যমজ।
জ্যোতি—দীপ্তি।
যতি—মুনি। সন্ন্যাসী।

ঝ :

ঝুরি—বৃক্ষের জট।
ঝুড়ি—বেত বা বাঁশের তৈরি পাত্র।

ট :

টিকা—প্রতিশেধক। কয়লা গুঁড়ার চাকতি।
টীকা—ব্যাখ্যান। ভাষ্য।
ডাক—বুলি। শব্দ। আহ্বান।
ঢাক—ঢোলজাতীয় বৃহৎ বাদ্যযন্ত্র।
ডাকা—আহ্বান করা।
ঢাকা—আবৃত করা।

ত :

তদীয়—তার।
ত্বদীয়—তোমার।
তত্ত্ব—অন্বেষণ।
তথ্য—যথার্থ্য।
তরা—পার হওয়া। অতিক্রম করা।
ত্বরা—শীঘ্র। দ্রুত।
তার—সের বহুবচন।
তাড়—বিদ্যুৎপ্রবাহী।
তুলা—দাঁড়িপাল্লা।
তূলা—কার্পাস।
তোর—'তুই' সর্বনামের রূপ।
তোড়—স্রোতের বেগ। জোর।
তোরা—মধ্যমপুরুষের সর্বনামের বহুবচন।
তোড়া—স্তবক। গুচ্ছ। জোড়া।

দ :

দড়—শক্ত। পটু। দক্ষ। দৃঢ়।
দর—মূল্য।
দড়ি—রশি। রজ্জু।
দরি—গুহা।
দাঁড়—নৌকার বৈঠা।
দার—পত্নী।
দ্বার—দরজা।
দারা—পত্নী।
দ্বারা—দিয়ে। অনুসর্গবিশেষ।
দাড়ি—মুখমণ্ডলের শ্মশ্রু।
দাঁড়ি—বিরামচিহ্ন।
দিন—দিবস।
দীন—দরিদ্র।
দিনেশ—সূর্য।
দীনেশ—দরিদ্রের বন্ধু।
দ্বীপ—জলবেষ্টিত স্থলভূমি।
দ্বিপ—হাতি।
দীপ—প্রদীপ।
দূত—চর।
দ্যুত—পাশাখেলা। জুয়াখেলা।

দুতী—মহিলা চর। কুটনী।
দ্যুতি— আলোক। প্রভা। দীপ্তি।
দুষ্কৃতি— পাপ। দুষ্কর্ম।
দুষ্কৃতী—পাপী। দুষ্কর্মকারী।
দেশ—রাজ্য। রাষ্ট্র।
দ্বেষ—ঈর্ষা।

ধ :

ধনি—সুন্দরী। রমণী।
ধনী—ধনবান।
ধ্বনি—শব্দ। স্বন।
ধড়— দেহ। মাথাহীন শরীর।
ধর—ধারণকারী। ধারণ কর।
ধড়া—কৌপীন। গলবস্ত্র।
ধরা—স্পর্শ করা। পৃথিবী।
ধারী—ধারণকারী।
ধাড়ি— সর্দার। প্রধান।

ন:

নাড়ি—শিরা। ধমনী।
নারি—না পারি।
নারী—স্ত্রীলোক। রমণী।
নিতি—নিত্য।
নীতি—বিধান। আদর্শ।
নিরাশ—হতাশ।
নিরাস—প্রত্যাখ্যান। নিবারণ।
নির্জর—দেবতা।
নির্ঝর—ঝর্ণা।
নিশিত—শাণিত।
নিশীথ—অর্ধরাত্রি। গভীর রাত্রি।
নিরশন—উপবাসী।
নিরসন—খণ্ডন।

নীরাধারা—জলের পাত্র।
নিরাধার—যার আধার নেই।
নীর—জল।
নীড়— পাখির বাসা।

প:

পড়া—পাঠ করা। অধ্যয়ন। পতিত।
পরা—পরিধান করা। ধারণ করা।
পরে—বাদে। ব্যবধানে। পরিধান করে। পিছনে।
পড়ে—পাঠ করে। পতিত হয়।
পটল—সমূহ।
পটোল—ফসলবিশেষ।
পাড়— তীর। কূল। প্রান্তদেশ।
পার—নদীর বিপরীত তীর। নিষ্কৃতি।
পাড়া—মহল্লা। পল্লী। নামানো।
পারা—সক্ষম হওয়া। পারদ।
পাড়ি—অতিক্রমণ।
পারি—সক্ষম হই।
পুড়া—দগ্ধ হওয়া।
পুরা—সম্পূর্ণ। পরিপূর্ণ।
পোড়া—দগ্ধ। মন্দ।
পোরা—ভর্তি করা।
বড়—জ্যেষ্ঠ। বৃহৎ। অধিক।
বর—স্বামী। আশীর্বাদ।
বড়ি—বটিকা। গুলি।
বরি—বরণ করি।
বাড়ি— গৃহ। ভবন।
বারি—জল।
বেয়াড়া—অসুবিধাজনক। বিশ্রী। অমান্যকারী।
অবমাননাকারী।
বেয়ারা—পিওন। হোটেল-রেস্তোঁরার বয়,

ভাঁড়— মাটির ছোট পাত্র। বিদূষক।
ভার—বোঝা।
ভাঁড়া—কেরায়া। মজুরি।
ভারা—মাচা।
ভুঁড়ি— স্থূল উদর।
ভূরি—প্রচুর।
ভেড়ি—বৃহৎ জলাশয়।
ভেরি—বড়ো ঢাক। দুন্দুভি।
ভেড়ী—মাদী ভেড়া।

ম :
মড়া— লাশ। মৃতদেহ।
মরা—মৃত্যুবরণ করা। শুকনো।
মাড়—ভাতের ফেন।
মার—প্রহার।
মাড়া—পিষ্ঠ করা। পেষাই করা।
মারা—প্রহার করা। মৃত্যু হওয়া।
মাড়ি—তাল কাঁঠালজাতীয় ফলের ঘন রস। মাদক।
মারি—প্রহার করি।
মাঢ়ী—দন্তমূলের মাংস।
মারী—মড়ক।
মোড়—রাস্তার মাথার বাঁক।
মোর—আমার।
মোড়া—বেত দিয়ে তৈরি অল্প উঁচু আসন।
মোরা—আমরা।

শ :
শড়া—পচে যাওয়া।
শরা—মালসা। মাটির তৈরি পাত্র।
সরা—সরে যাওয়া। স্থান ত্যাগ করা।
শাড়ি—মেয়েদের পরিধেয় বস্ত্র। কাপড়।
শারি—স্ত্রী শুকপাখি।
সারি—লাইন। সম্পন্ন করি। রাশি।
শিকড়— বৃক্ষমূল।
শীকর—জলকণা।
সড়— চক্রান্ত। ষড়যন্ত্র।
সর—দুগ্ধে উপরের জমাট আবরণ।
শর—ঘটবিশেষ।
সাড়— অনুভূতি। চেতনা।
সার—উৎকৃষ্ট অংশ। পঙক্তি। উর্বরতাবর্ধক। মূল।
সাড়া—শব্দ। চেতনা।
সারা—সম্পন্ন করা। শেষ করা।
সাড়ে—সার্ধ। অর্ধসহ।
সারে—সম্পন্ন করে।
সেন—উপাধিবিশেষ।
সর্গ—কাব্যের অধ্যায়। সৃষ্টি।
স্বর্গ—দেবলোক।
স্বত্ব—অধিকার।
সত্ত্ব—আত্মা। গুণবিশেষ।
সত্য—প্রকৃত।
সহিত—সহ।
স্বহিত—আত্মকল্যাণ।
সাবিতৃ—সূর্য।
সাবিত্রী—সত্যবান রাজার স্ত্রী। গায়ত্রী।
সার্থ—বণিক।
স্বার্থ—নিজের লাভ।
সুত—পুত্র।
সুতো—সুতা।
সূত—সারথি।
ষষ্টি—ষাট। আশীর্বাদ।
ষষ্ঠী—দেবীবিশেষ।
হাড়—অস্থি।
হার—গলার অলঙ্কার। পরাজয়।

হাঁড়ি—পাতিল। হাণ্ডি।
হাড়ি—অনুন্নত জাতি।
হারি—পরাজয় বরণ করি।

চন্দ্রবিন্দু (ঁ) :

আঁধার—অন্ধকার।
আধার—পাত্র।
কাদা—কর্দম। পাঁক।
কাঁদা—ক্রন্দন করা।
কুড়ি— বিশ সংখ্যা।
কুঁড়ি— মুকুল। কলিকা।
গদ—প্রচলিত ধারা।
গঁদ—আঠা বিশেষ।
গাথা—কবিতাবিশেষ।
গাঁথা—গ্রন্থন করা।
তাড়—তাড়া করা।
তার—ব্যক্তি।
তাঁর—সম্মানীয় ব্যক্তি।
দাঁড়ি—দাঁড়িপাল্লা। পূর্ণচ্ছেদ চিহ্ন।
দাঁড়ী—যে নৌকায় দাঁড় টানে।
দাড়ি—শ্মশ্রু।
বাধা—প্রতিবন্ধকতা।
বাঁধ—বন্ধন কর।
বাধা—প্রতিবন্ধকতা। অন্তরায়।
বাঁধা—বন্ধন করা।
পাক—রান্না।
পাঁক—কাদা। কর্দম।
হাঁস—হংস।
হাস—হাসি।